দৈনিক ইত্তেফাক

22

তারিখ JUL 19 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ত্রুটিপূর্ণ শিশু শিক্ষা

কবি লিখিয়াছেন 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।' বাস্তবিকই অফুরন্ত সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে প্রতিটি শিশুর ভিতরে। আর এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করিতে হইলে, সঠিক দিক-নির্দেশনা, পরিচালনা ও বয়স, শ্রেণী প্রকৃতি ও মেধা অনুসারে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত আদর্শ শিক্ষার প্রয়োজন। শিশু মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র ও কোমল। তাই তাহাদের মস্তিষ্কের সুন্দর বিকাশের সহায়তা করার জন্য সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তক দ্বারা শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু করা আবশ্যক। অথচ, বর্তমানে এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে তাহাতে শিশু শিক্ষার নামে শিশুদের মস্তিষ্ক বিনাশেরই সার্বিক ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া মনে করি। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতেই ১২/১৩ খানা পাঠ্যবই। যে বয়সে শিশুদের খেলাধূলাতেই অধিক সময় ব্যয় করার কথা। সেই বয়সে তাহাদের ১২/১৩টি বই পড়িতে হইলে মস্তিষ্কের উপর যে চাপ পড়িবে তাহা তাহাদের মন ও মননের বিকাশের পরিবর্তে বিনাশই ঘটাইবে। জানিনা বিদগ্ধ পাঠ্যক্রম রচয়িতারা কোন্ দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া শিশুদের জন্য এহেন বিবেচনাহীন কঠিন শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করিলেন! ভাবিতে অবাক লাগে যে, ছোট ছোট শিশুরাও উঁচু শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মত একগাদা বই পড়ে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুরা শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে বিকশিততো হইবেই না বরং মস্তিষ্কের উর্বরতা হারাইয়া অনিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে আগাইয়া যাইবে। এদেশে শিশুদের স্কুল সময় নির্ধারণেও মারাত্মক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। অনেক স্কুলেই প্রভাতী শাখা হিসাবে শিশুদের ক্লাস ৭টা হইতেই শুরু হয়। ইহার ফলে তাহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ৫-৩০মিঃ – ৬ টার মধ্যে ঘুম হইতে উঠিতে হয়। অথচ এই সময়ে তাহাদের অধিকাংশই গভীর নিদ্রামগ্ন থাকে। তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত নিদ্রাত্যাগের পূর্বে জোরপূর্বক বিছানা ত্যাগে বাধ্য করিলে তাহা তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হইতে পারে। অথচ এহেন স্কুল সময়ের কারণে তাহাদের তাহাই করিতে হয়। শিশুদের প্রচুর ঘুমের প্রয়োজন, তাহা একই কারণে বিঘ্নিত হয়। ফলে তাহাদের দেহ-মন উভয়ই বিপর্যস্ত হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিশুদের ক্লাস ৯টা হইতে শুরু করা প্রয়োজন। অফুরন্ত সম্ভাবনাময় আমাদের সোনার শিশুদের রক্ষা করার জন্য পাঠ্যক্রম রচয়িতাদেরসহ শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সবিনয় আরজ, আপনারা অতি যত্নসহকারে শিশুদের ক্রমবিকাশের স্বার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করুন এবং শিশুদের উপযোগী সঠিক স্কুল সময় নির্ধারণ করুন।

মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী,
চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ,
বি-২, জি-৪, শেরেবাংলা নগর,
ঢাকা